সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৬৬
WEEKLY BOOKLET:466

আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রায় ৩৮ বছর আগের (১৪৪১ হিজরি) বয়ান

আল্লাহ পাকের ভয়

সূরা তাকাসুরের বিষয়বস্তু	৪
আদম সন্তানের সম্পদ	৬
দুই প্রকার নেয়ামত	১৩
১২ বছর পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ	১৯

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَاتَمِ النَّبِیّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

আল্লাহ পাকের ভয় (১)

দোয়ায়ে আত্তার: হে আমার পালনকর্তা! যে কেউ এই পুস্তিকা **"খোদাভীতি"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে তোমার সত্যিকার ভয় দান করো এবং তার মা-বাবাসহ তার পুরো বংশকে জান্নাতে ফেরদৌসে বিনা হিসাবে প্রবেশাধিকার নসীব করো। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

দরুদ শরীফের ফযিলত

হযরত মূসা ইমাম মুহাম্মদ বিন আব্দুর রহমান সাখাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: "আল্লাহ পাক হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেন যে, আমি তোমার মধ্যে দশ হাজার কান সৃষ্টি করেছি, যার কারণে তুমি আমার কালাম শুনেছো এবং দশ হাজার যবান সৃষ্টি করেছি যার মাধ্যমে তুমি আমার সাথে কালাম অর্থাৎ কথা বলেছো। তুমি আমার অনেক

১. আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ২৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪১ হিজরী আশিকানে রাসূলের মাঝে মাদানী মুযাকারার পূর্বে খোদাভীতির বিষয়ে বয়ান করেন, اَلْحَمْدُ لِلّٰه "সাপ্তাহিক রিসালা" বিভাগ এটাকে রিসালা আকারে উপস্থাপন করছে এটা স্বয়ং নিজেও পড়ুন এবং নিজের মরহুম আত্মীয়দের জন্য ঈসালে সাওয়াবের নিয়্যতে মানুষের মাঝে বিতরণও করুন। (সাপ্তাহিক রিসালা বিভাগ)

প্রিয়ভাজন ও আমার আপন তখন হবে যখন তুমি আমার যিকির করবে এবং মুহাম্মদ (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর অধিকহারে দরুদ পাঠ করবে।”

(আল ক্বওলুল বদী, পৃ: ২৭৫, ২৭৬)

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيْب ❁❁❁ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

খোদাভীতির তলোওয়ার দ্বারা শহীদ

এক বুযুর্গ কোন মাদ্রাসার বাহিরে একটি বাচ্চাকে দেখতে পেল যে কান্না করছিল, কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করাতে সে বলল: আমার শিক্ষক মহোদয় আজকের সবকে বোর্ডে কিছু আয়াতে কারীমা লিখেছেন, যা আমাকে কাঁদাচ্ছে, এটা বলে সে বোর্ডটি দেখালো, তাতে লিখা ছিল:

اَلْهٰكُمُ التَّكَاثُرُ ۙ﴿۱﴾ حَتّٰى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ؕ﴿۲﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۙ﴿۳﴾ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ؕ﴿۴﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ ؕ﴿۵﴾

(পারা: ৩০, সূরা তাকাসুর, আয়াত: ১-৫)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: তোমাদেরকে উদাসীন করে রেখেছে সম্পদের অধিক কামনা, যেই পর্যন্ত তোমরা কবরসমূহের মুখ দেখেছো, হ্যাঁ, হ্যাঁ, শীঘ্রই জেনে যাবে, অতঃপর হ্যাঁ, হ্যাঁ, শীঘ্রই জেনে যাবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যদি “ইয়াক্বিন-এর জানা” জানতে তবে সম্পদের মোহ রাখতে না।

ওই বাচ্চাটি কান্না করে করে চলে যাচ্ছিল, সেই বুযুর্গটি তার কান্না দেখে খুবই প্রভাবিত হলেন আর বলতে লাগলেন: বৎস! এই সূরার সবকটি এখানেই শেষ নয় বরং সামনে আরও আছে, হয়তো সেগুলো তোমাকে কাল সবক দিবে। এটা বলে তিনি সূরা তাকাসুরের বাকি আয়াতে কারীমাও তাকে পড়ে শোনালেন:

www.dawateislami.net

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় নিশ্চয় জাহান্নামকে দেখবে, অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেটাকে 'ইয়াক্বিন-এর দেখা' দেখবে, অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِيْنِ ۝ ثُمَّ لَتُسْـَٔلُنَّ يَوْمَىٕذٍ عَنِ النَّعِيْمِ ۝

(পারা: ৩০, সূরা তাকাসুর, আয়াত: ৬-৮)

জাহান্নামের কথা শুনে সেই শিশুটি থরথর করে কেঁপে উঠল, কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে ছটফট করতে লাগল এবং আছাড় খেতে খেতে একপর্যায়ে নিথর (ঠাণ্ডা) হয়ে গেল। তার ওস্তাদ দৌড়ে আসল এবং ওই বুযুর্গকে ধলে ফেলল। লোকজন জড়ো হলো, মরহুম বাচ্চাটির মা-বাবাও আসল। ওই বুযুর্গকে হত্যাকারী হিসেবে আদালতে নেয়া হলো। বিচারক ওই বুযুর্গ থেকে মূল ঘটনা জানতে চাইলেন তো তিনি পুরো ঘটনা খুলে বললেন। এটা শুনে বিচারক বললেন: বাচ্চাটি অত্যন্ত সৌভাগ্যবান ছিল আর খোদাভীতির তলোওয়ার দ্বারা শহীদ হয়েছে। ওই বুযুর্গকে সসম্মানে মুক্তি দেওয়া হলো। (নুযহাতুল মাজালিস, ২/৯৪)

আল্লাহ পাকের রহমত তার উপর বর্ষিত আর তার সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

پیارے بچّے کے خوفِ خدا پر فِدا سنتے ہی آیتیں ڈھیر جو ہو گیا
کاش مل جائے مجھ کو بھی ایسی وِلا میرے مرنے کا باعث ہو خوفِ خدا

পিয়ারে বাচ্চে কে খওফ পর ফিদা
শুনতে হী আয়াতেঁ ঢের জো হো গেয়া
কাশ মিল জায়ে মুঝ কো ভী এইসী ওয়িলা
মেরে মরনে কা বায়িস হো খওফে খোদা

www.dawateislami.net

সূরা তাকাসুরের বিষয়বস্তু

কুরআনে কারীমের ৩০তম পারায় বিদ্যমান সূরা তাকাসুরের বিষয়বস্তু হলো, এটাতে শুধুমাত্র দুনিয়ার কল্যাণের জন্য আমল করার প্রতি নিন্দা করা হয়েছে আর আখিরাতের প্রস্তুতি না করার প্রতি সাবধান করা হয়েছে, যেটার বিস্তারিত হলো: (১) এই সূরার শুরুতে বলা হয়েছে যে, বেশি সম্পদ জমা করার লোভ মানুষকে আখিরাতের প্রস্তুতি থেকে উদাসীন করে দিয়েছে আর এই লোভ তাদের হৃদয়ে বাসা বেঁধেছে, এমনকি তারা মৃত্যুবরণ করেছে। (২) এটা বলা হয়েছে যে, অধিক মাল জমা করার লোভীরা তাদের সাকারাতের সময় পরিণাম জানতে পারবে আর যদি তারা তাদের পরিণাম সম্পর্কে ভালোভাবে জানত তবে সম্পদের প্রতি ভালোবাসা রাখত না। (৩) এই সূরার শেষে বলা হয়েছে যে, সম্পদের লোভী ব্যক্তিরা মৃত্যুর পর অবশ্যই জাহান্নাম দেখবে এবং কিয়ামতের দিন মানুষকে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (সিরাতুল জিনান, ১০/৮০৮)

যে কান্না করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে

হযরত সায়্যিদুনা জারীর বিন আব্দুল্লাহ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, আল্লাহ পাকের আখেরী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদেরকে বলেছেন: আমি তোমাদের সামনে সূরা তাকাসুর পড়ছি, তোমাদের মধ্যে যারা যারা কান্না করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে। অতএব রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সেটা পড়লেন। আমাদের মধ্যে কেউ কেউ কান্না করেছে আর কেউ কেউ করেনি। যারা কান্না করেনি তারা আরয করল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আমরা কান্না করার চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: আমি তোমাদের নামনে পুনরায় তিলাওয়াত করব যারা কান্না করবে তাদের জন্য

www.dawateislami.net

জান্নাত থাকবে আর যারা কান্না করতে পারবে না তারা কান্না করার ভান করবে। (নাওয়াদিরুল উসুল, ৪/৮১, হাদিস: ৮৬২) হায়! এই সূরার অনুবাদ মুখস্ত করে নিতাম আর যখনই সূরা তাকাসুর পাঠ করা হয় তখন খোদাভীতিতে ক্রন্দন করা নসীব হতো। অতএব এই রেওয়ায়েতের মধ্যে আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খুবই সুন্দরভাবে নেকীর দাওয়াত দেওয়ার হৃদয়গ্রাহী বয়ান রয়েছে। এই বর্ণনা থেকে বোঝা যায় যে, আমার নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আল্লাহ পাকের দানক্রমে যাকে চান দয়া করেন, এজন্য তো বলেছেন: "যারা কান্না করবে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে।"

একহাজার আয়াত পড়ার সাওয়াব

হে আশিকানে রাসূল! "সূরা তাকাসুর" পাঠকারীকে একহাজার আয়াত পড়ার সাওয়াব দান করা হয়, যেমন হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর رَضِىَ اللهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমাদের মধ্যে কি কেউ এই ক্ষমতা রাখো না যে সে প্রতিদিন একহাজার আয়াত তিলাওয়াত করবে? সাহাবায়ে কেরাম رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ বললেন: এটার ক্ষমতা কে রাখে? বললেন: তোমরা কি প্রতিদিন "সূরা তাকাসুর" পাঠ করার ক্ষমতা রাখো না? (অর্থাৎ সূরা তাকাসুর পাঠ করার সাওয়াব হলো একহাজার আয়াত পাঠ করার সমপরিমাণ)। (মুস্তাদরাক, ২/২৭৬, হাদিস: ২১২৭)

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদিসের পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: এই (সূরা) তিলাওয়াতে একহাজার আয়াত তিলাওয়াত ও আমলের সাওয়াব, পবিত্র কুরআনে ছয় হাজার ছয়শত ছেষট্টি (৬৬৬৬) টি আয়াত রয়েছে, ভগ্নাংশ বা অতিরিক্ত অংশটুকু বাদ দিলে ছয় হাজার আয়াত থাকে, আর কুরআনের মূল উদ্দেশ্য বা মকসদ হলো ছয়টি,

তার মধ্যে একটি হলো "আখিরাতের পরিচয়" এটা সূরা তাকাসুরের মধ্যে রয়েছে, এজন্য এই সূরাটি মূলত কুরআনুল কারীমের প্রায় ষষ্ঠ অংশ (ছয় ভাগের একভাগ), এই (সূরা) এর মধ্যে গভীর দৃষ্টি দিলে দুনিয়ার প্রতি বিমুখতা সৃষ্টি হয় আখিরাতের দিকে আগ্রহ, যা দ্বারা নফস গুনাহের প্রতি অনাগ্রহী ও নেকীর দিকে ধাবিত হয়ে থাকে। (মিরাতুল মানাজীহ, ৩/২৬২)

আদম সন্তানের সম্পদ

হযরত মুতাররফ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, আমি রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন তিনি "সূরা তাকাসুর" এর তিলাওয়াত করছিলেন, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: "আদম সন্তান বলে যে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ, হে আদম সন্তান: তোমার সম্পদ হলো ওটাই যা তুমি খেয়ে শেষ করে দিয়েছো অথবা পরিধান করে পুরোনো করে দিয়েছো অথবা সদকা করে আগে পাঠিয়ে দিয়েছো।" (মুসলিম, ১২১০, হাদিস: ৭৪২০)

কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "কিয়ামতের দিন মানুষ ততক্ষণ পর্যন্ত সামনে এক কদম অগ্রসর হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত এই পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর দিবে না: (১) তুমি জীবন কিভাবে কাটিয়েছো? (২) যৌবন কিভাবে কাটিয়েছো? (৩) সম্পদ কোথা থেকে উপার্জন করেছো? এবং (৪) কোথায় খরচ করেছো? (৫) নিজের জ্ঞান অনুযায়ী কতটুকু আমল করেছে?" (তিরমিযী, ৪/১৮৮, হাদিস: ২৪২৪) এটা খুবই ভয়ের বিষয় যে, এখন আমরা আমাদের বয়সের বিষয়ে উদাসীন, যৌবন তো যৌবন বয়স্করাও উদাসিনতার

www.dawateislami.net

শিকার, তাদের এই অনুভূতিও নেই যে, এখন অন্য কোন অফশন নেই, এখন শুধু মৃত্যুই আসবে। যুবকদেরকেও চিন্তা করা উচিত যে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে তারা তাদের যৌবন কোথায় কাটিয়েছে। এইভাবে সম্পদও মানুষ খুবই আগ্রহের সাথে উপার্জন করে থাকে কিন্তু এটা দেখে না যে এসব কোথায় থেকে আসছে "কোথাকার হালাল আর কোথাকার হারাম যে যা-ই খাওয়াই তা-ই খেয়ে নেয়" সুতরাং যা-ই সম্পদ অর্জন করছে তা-ই জমা করছে অথচ কথাই আছে সম্পদ যত বেশি বিপদও তত বেশি। সফরেরও একটি নীতি আছে যে, বাস অথবা রেলগাড়ি ইত্যাদিতে যার কাছে বেশি জিনিস থাকে ততো বেশি চিন্তিত হয়। আর যেসব লোক বিমানে করে এক দেশ থেকে অন্য দেশে সফর করে তাদেরও অভিজ্ঞতা থাকবে যে বেশি জিনিসপত্র থাকা ব্যক্তির কাস্টম ইত্যাদিতে কী পরিমাণ পেরেশান হতে হয়! একইভাবে যার নিকট দুনিয়ার সম্পদের বোঝা কম হবে তার জন্য আখিরাতও সহজ হবে। যেমন

ভারী "বোঝা" এর সংজ্ঞা

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ বলেন, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم হযরত আবু যর رَضِیَ اللہُ عَنۡہُ এর হাত ধরে তাশরিফ আনলেন আর বললেন: হে আবু যর! তুমি কি জানো যে, আমাদের সামনে একটি কঠিন পথ রয়েছে, সেটার উপর শুধুমাত্র হালকা বোঝা বহনকারী যেতে পারবে? এক ব্যক্তি বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমি ভারী বোঝা বহনকারীদের মধ্যে নাকি হালকা বোঝা ওয়ালাদের মধ্যে? বললেন: তোমার নিকট কি আজকের খাবার আছে? বললেন: জ্বি না! তিনি বললেন: যদি তোমার নিকট তিনদিনের খাবার থাকত তাহলে ভারী বোঝা ওয়ালাদের মধ্যে গণ্য হতে। (মু'জামু আউসাত, ৩/৩৪৮, হাদিস: ৪৮০৯)

আমাদের সমাজে তো তিনদিনের খাবার তো দূরের কথা, শুধুমাত্র লোভের কারণে বিভিন্ন ধরনের খাবার দ্বারা ফ্রিজ ভরা থাকে আর অপ্রয়োজনে প্রতিটি জিনিসের স্তুপ বানিয়ে রাখে। আহ! আমার লোভের কী যে হবে! সম্পদের আধিক্যতা বোঝা, আরও সম্পদ বৃদ্ধি করার আকাঙ্ক্ষার বোঝা, দোকানের পর দোকান আর কারখানার পর কারখানা করার বোঝা, বরং নানাধরনের গুনাহেরও বোঝা যেমন, সুদ, ঘুষের বোঝা, ধোকাবাজীর বোঝা, পরের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার বোঝা! হায়! মাথার উপর তো বোঝা আর বোঝা, আহ! এতগুলো বোঝা মাথায় নিয়ে পুলসিরাত পার হওয়ার সময় কী যে অবস্থা হবে! (পুলসিরাতের ভয়াবহতা, পৃ: ১১)

এটি একটি পার্থিব উদাহরণ যে, সম্পদ যত বেশি... দুনিয়াতেও তার বিপদ ততটাই বেশি। সম্পদ যত বেশি হবে, চোর, ডাকাত ও লুটেরাদের ভয়ও ততটাই বাড়বে। পাশাপাশি চাঁদাবাজদের পক্ষ থেকে চাঁদা দাবি এবং হুমকির ভয়ও থাকে যেমন 'চাঁদা দাও, অন্যথায় আমরা তোমার সন্তানকে তুলে নিয়ে যাব' কিংবা 'তোমাকে মেরে ফেলব' ইত্যাদি। সুতরাং, এই সম্পদ দুনিয়াতেও এক বিরাট বিপদের কারণ।

একজন দরিদ্র মানুষ ফুটপাতেও শান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে, অথচ একজন ধনী মানুষ ঘরের ভেতর দরজা বন্ধ করেও ভয়ে থরথর করে কাঁপে যে, কখন কী হয়ে যায়! যা-ই হোক, এই দুনিয়া হলো শিক্ষা গ্রহণের জায়গা, এর প্রতি মন উজাড় করে ভালোবাসা মোটেও ঠিক নয়।

جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سُو نمونے　　مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بُو نے
کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے　　جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سُونے
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے　　یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

یہی تجھ کو دُھن ہے رہوں سب سے بالا　　ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا
جِیا کرتا ہے کیا یونہی مرنے والا　　تجھے حُسنِ ظاہر نے دھوکے میں ڈالا
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے　　یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے
بڑھاپے سے پاکر پیامِ قضا بھی　　نہ چَونکا، نہ چیتا، نہ سنبھلا ذرا بھی
کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی　　جُنوں کب تلک؟ ہوش میں اپنے آ بھی
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے　　یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے
تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا　　جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا
بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا　　اَجَل تیرا کر دے گی بِالکل صَفایا
جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے　　یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے

জাঁহা মে হ্যায় ইবরত কে হার সূ নমুনায়ে
মাগার তুঝকো অন্ধা কিয়া রংগ-ও-বূ নে
কভী গৌর সে ভি ইয়ে দেখা হ্যায় তূ নে
জো আবাদ থে ওহ মহল অব হ্যায় সূনে
জাগাহ জী লাগানে কী দুনিয়া নেহী হ্যায়
ইয়ে ইবরত কী জাঁ হ্যায় তামাশা নেহী হ্যায়
ইহি তুঝ কো ধুন হ্যায় রহুঁ সব সে বালা
হো যীনত নিরালী হো ফ্যাশন নিরালা
জিয়া করতা হ্যায় কেয়া ইউঁহী মরনে ওয়ালা
তুঝে হুসনে-জাহির নে ধোকে মে ডালা
জাগাহ জী লাগানে কী দুনিয়া নেহী হ্যায়
ইয়ে ইবরত কী জাঁ হ্যায় তামাশা নেহী হ্যায়

www.dawateislami.net

বুড়হাপে সে পাকর পয়্যামে কজা ভি
না চোঁকা, না চায়তা, না সম্ভলা জরা ভি
কোয়ি তেরী গফলত কী হ্যায় ইন্তিহা ভি
জুনূঁ কব তলক? হোশ মে অপনে আ ভি
জাগাহ জী লাগানে কী দুনিয়া নেহী হ্যায়
ইয়ে ইবরত কী জাঁ হ্যায় তামাশা নেহী হ্যায়
তুঝে পেহলে বাচপন নে বরসোঁ খিলায়া
জাওয়ানী নে ফির তুঝ কো মজনূঁ বানায়া
বুড়হাপে নে ফির আকে কিয়া কিয়া সাতায়া
অজল তেরা কর দে গী বিলকুল সাফায়া
জাগাহ জী লাগানে কী দুনিয়া নেহী হ্যায়
ইয়ে ইবরত কী জাঁ হ্যায় তামাশা নেহী হ্যায়

হে আশিকানে রাসূল! আমাদের ব্যাপারে এই শোরগোল বা হাকডাক পড়ে যাওয়ার আগেই যে 'অমুক ব্যক্তি ইন্তেকাল করেছেন, এখন জলদি গোসলদাতাকে ডেকে আনো', আর তখনই হয়তো গোসলদাতা (লাশ গোসল করানোর তখতা বা কাঠ) কাঁধে নিয়ে ছুটে আসছে, গোসল দেওয়া হচ্ছে, কাফন পরানো হচ্ছে, তারপর অন্ধকার কবরে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে... এবং এটি পুরোপুরি সম্ভব যে, এই সবকিছু আজই ঘটে যেতে পারে, কিংবা হতে পারে আগামীকালই হবে; মৃত্যু কিন্তু যেকোনো পরিস্থিতিতে আসবেই।

بارہا عِلمی تجھے سمجھا چکے   مان یا مت مان، آخر موت ہے

বারহা ইলমি তুঝে সমঝা চুকে   মান ইয়া মত মান, আখির মউত হ্যায়

এ থেকে কেউ রেহায় পাবে না, হায়! মৃত্যু আসার আগে আগেই যেন আমরা মেনে নিই এবং খুব দ্রুত তাওবা করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিমূলক

www.dawateislami.net

কাজে লেগে যায়, হৃদয়ে খোদাভীতি বৃদ্ধি, ঈমানের হেফাযতের চিন্তাধারা পেতে, গুনাহের অভ্যাস দূর করতে, নিজেকে সুন্নাতের অনুসারী করতে, হৃদয়ে ইশকে রাসূলে প্রদীপ জ্বালাতে এবং জান্নাতুল ফেরদৌসে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশী হওয়ার স্পৃহা পাওয়ার জন্য আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, প্রতিমাসে কমপক্ষে তিনদিনের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা কাফেলায় সফর করতে থাকুন এবং নেক আমলের রিসালা পূরণ করার মাধ্যমে নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করে প্রতি ইংরেজী মাসের প্রথম তারিখে নিজের যিম্মাদারকে জমা করাতে থাকুন, আল্লাহ পাক যদি চান তাহলে কবর ও আখিরাতের প্রস্তুতি নেয়ার মন-মানসিকতা তৈরি হবে।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❁❁❁ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

এক দিরহামও ছিল না

হযরত সায়্যিদুনা আউন বিন মুয়াম্মার رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ এর বর্ণনা হলো, একদিন হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَةُ اللّٰهِ عَلَيۡهِ তাঁর সম্মানিতা স্ত্রীকে বলতে লাগলেন: ফাতেমা! তোমার কাছে এক দিরহাম থাকলে আমাকে দাও তো, আজকে আঙ্গুর খেতে মন চাইছে, সে বলল: আমার কাছে দিরহাম কোত্থেকে! আপনি আমিরুল মুমিনীন হওয়া সত্ত্বেও কি একটি দিরহাম রাখার ক্ষমতাও রাখেন না? (অস্থির হয়ে) বললেন: আঙ্গুর না খাওয়াটা এর চেয়ে অনেক সহজ যে কালকে আমি জাহান্নামের শিকল পরিধান করবো। (তারিখুল খুলাফা, পৃ: ১৮৮) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! হযরত সায়্যিদুনা ওমর বিন আব্দুল আযীয رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ এর খোদাভীতির প্রতি মারহাবা! অবশ্য আঙ্গুর হালাল ও খুব ভালো খাবার এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামত আর কিয়ামতের দিন প্রতিটি নেয়ামতের হিসাব নেওয়া হবে, তিনি আখিরাতের ভয়ে আঙ্গুর খাওয়া থেকে বিরত থেকেছেন। আহ! আজকে আমরা একের পর এত মজাদার নেয়ামত আহার করছি আর ব্যবহার করছি এবং এরচেয়েও উন্নতমানের জিনিস অনুসন্ধান করতেই আছি, ভালো থেকে ভালো ঘরও অনুপযুক্ত মনে হয়, বড় বড় বাংলো (VILLA) অর্জন করার চিন্তাই থাকি।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সূরা তাকাসুরের অন্যান্য আয়াতগুলো যেখানে উদাসীন মানুষকে নাড়া দিচ্ছে এবং তাকে গাফিলতির ঘুম থেকে জাগ্রত করছে, ঠিক সেখানেই এর শেষ আয়াতটি আল্লাহর ভীতি ভয় অন্তরে লালনকারীদের অস্থির ও ব্যাকুল করে দিচ্ছে। যেমন কুরআনুল কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করছেন:

ثُمَّ لَتُسۡـَٔلُنَّ یَوۡمَئِذٍ عَنِ النَّعِیۡمِ ﴿۸﴾

(পারা: ৩০, সূরা তাকাসুর, আয়াত: ৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: অতঃপর নিশ্চয় নিশ্চয় সেদিন তোমাদেরকে নেয়ামতসমূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় তিনটি কথা

(১) হযরত ইকরামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: এই আয়াতে মুবারাকা নাযিল হলে সাহাবায়ে কেরাম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡھُمۡ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আমরা কোন নেয়ামতের মধ্যে আছি? আমাদের যবের রুটি তাও অর্ধপেট নসীব হয়! ওহী আসল: তোমরা কি জুতা পরিধান করো না? ঠান্ডা পানি পান করো না? এগুলোও তো নেয়ামত। (২) হযরত মাওলায়ে

www.dawateislami.net

কায়িনাত, আলীউল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ উল্লেখিত আয়াতের তাফসীরে বলেছেন: যে ব্যক্তি গমের রুটি খেয়েছে এবং ফুরাতের ঠান্ডা পানি পান করেছে এবং থাকার জন্য ঘরও রয়েছে, এসব ওই নেয়ামত যেগুলোর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। (৩) জলিলুল কদর তাবেয়ী হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুজাহিদ رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ এই আয়াতে মুবারাকার ব্যাপারে বলেন, এর দ্বারা দুনিয়াবী প্রতিটি জিনিস উদ্দেশ্য।

(তাফসীরে দুররে মানসুর, পারা: ৩০, সূরা তাকাসুর, আয়াতের পাদটীকা: ৮, পৃ: ৮/৬১২-৬১৩)

সূরা তাকাসুরের শেষ আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আল্লাহ পাক যা কিছু তোমাদেরকে দান করেছিলেন সুস্বাস্থ্য ও আরাম-আয়েশের জীবন এবং সম্পদ ইত্যাদি যেগুলোর মাধ্যমে দুনিয়াতে উপকার হাসিল করতে, এসবের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে: এসব জিনিস কোন কোন কাজে ব্যয় করেছো? এসবের শুকরিয়া আদায় করেছো কিনা? এবং অকৃজ্ঞ হলে তার জন্য শাস্তি দেওয়া হবে।

(তাফসীরে খাযায়িনুল ইরফান, পারা: ৩০, সূরা তাকাসুর, আয়াত: ৮, পৃ: ১১১৮)

দুই প্রকার নেয়ামত ও আখিরাতের প্রশ্নাবলী

প্রসিদ্ধ মুফাসসির হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খাঁন رَحۡمَۃُاللّٰہِ عَلَیۡہِ এর সূরা তাকাসুরের শেষের আয়াতের বর্ণনাকৃত তাফসীরে এটাও রয়েছে: কাসবী নেয়ামত (অর্থাৎ নিজের প্রচেষ্টায় অর্জনকৃত নেয়ামত যেমন মিষ্টান্ন, মজাদার খাবার, ঠান্ডা পানীয়, উন্নতমানের পোশাক, ধন-সম্পদ, বাদশাহী ইত্যাদি) সম্পর্কে তিনটি প্রশ্ন করা হবে: (১) কোথা থেকে অর্জন করেছো? (২) কোথায় ব্যয় করেছো? (৩) এগুলোর শুকরিয়া আদায় করেছো? ওয়াহবী নেয়ামত (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের দানক্রমে ওই নেয়ামত

www.dawateislami.net

যেটাতে বান্দার কোন প্রচেষ্টা থাকে না যেমন চাঁদ, সূর্য, হাত, পা, চোখ , কান ইত্যাদি) সম্পর্কে দুইটি প্রশ্ন করা হবে: (১) কোথায় ব্যয় করেছো? (২) এটার শুকরিয়া আদায় করেছো?

(তাফসীরে নূরুল ইরফান, পারা: ৩০, সূরা তাকাসুর, আয়াতের পাদটীকা: ৮, পৃ: ৯৫৬)

আহ! উন্নতমানের খাবার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসলেই খুবই ভয়ের একটি বিষয়, আজকে আমরা ভালো থেকে ভালো খাবার আর নেয়ামতের লোভী হয়ে গেছি কিন্তু কবরের পোকার খাবার হওয়ার ও আখিরাতের হিসাবে ফেঁসে যাওয়ার ভয়ের কথা ভুলে গেছি। আমাদের ভালো থেকে ভালো মজাদার খাবার খাওয়া উচিত আর তাও গরম, একেতো "উন্নতমানের খাবার" এটা এমনিতেই নেয়ামত এর উপর গরম করা থাকলে আরও উন্নত নেয়ামত, শুধুমাত্র খালি চা দিয়ে চলেই না, দুধ পান করে থাকি তাও মিষ্টি মিষ্টি আর গরম গরম, এইভাবে আমাদের এক কাপ চাও বিভিন্ন নেয়ামতের সমষ্টি হয়ে যায়! একইভাবে হালুওয়াপুরী, পিজ্জা পরোটা, বিভিন্ন প্রকারের মিষ্টান্ন, নানাধরনের তাজা তাজা ফল এবং শুকনো ফল, সুস্বাদু ফালুদা, ঠাণ্ডা মিষ্টি মজাদার শরবত, কাঠবাদাম ও পেস্তা বাদামযুক্ত শিরখুরমা, ঠাণ্ডা পানীয় (COLD DRINKS), আইসক্রিম, মাখন, মালাই, কাস্টার্ড, কাবাব-সমোসা, গরম গরম পাকোড়া, ভাজা মাছ, ভাজা চাপ, তন্দুরি রান, চিকেন টিক্কা, সিখ কাবাব, বার্গার এবং না জানি আরও কত কী আমাদের লোভী নফস (মন) কামনা করে এবং আমরা তা খাই ও পান করি। যদিও উল্লেখিত সব খাবার খাওয়া হালাল, তবুও কিয়ামতের দিন এসব এবং অন্যান্য সমস্ত নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আফসোস! আমাদের এই খাওয়া-দাওয়ার নফস

যদি নিয়ন্ত্রণে চলে আসত। আফসোস! এমন যদি হতো যে, কেবল চিত্তবিনোদন এবং কেবল স্বাদ উপভোগের জন্য খাওয়ার অভ্যাস থেকে আমরা মুক্তি পেয়ে যেতাম!

সম্পদ ভক্ষণের আগ্রহীরা লক্ষ্য করুন

কয়েক মিনিটের স্বাদের জন্য আমরা কত বড় ঝুঁকি নিচ্ছি এই রেওয়ায়েত থেকে অনুধাবন করার চেষ্টা করুন, যেমন দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার ৫০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব “মিনহাজুল আবেদীন” এর ১৪১ পৃষ্ঠায় হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাজ্জালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেছেন: বর্ণিত রয়েছে: “নিশ্চয় সাকারাতের সময়কার কঠোরতা দুনিয়ার স্বাদ অনুযায়ী হবে।” সুতরাং দুনিয়াতে যে যতটুকু স্বাদ গ্রহণ করবে মৃত্যুর সময় তত বেশি কষ্টও হবে। (মিনহাজুল আবেদীন, পৃ: ১৮৫)

সাকারাতের কষ্টের একটি ঝলক

সাকারাতের কঠোরতা একটু ঝলক লক্ষ্য করুন যেমন হযরত আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বর্ণনা করেন: মৃত্যু দুনিয়া ও আখিরাতের ভয়াবহতা সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয়াবহতা, এটি করাত কাটার চেয়ে, কাঁচি দিয়ে কাটার চেয়ে এবং হাঁড়িতে জল ফোটানোর চেয়েও বেশি বেদনাদায়ক। যদি মুর্দা জীবিত হয়ে মৃত্যু যন্ত্রণার কথা মানুষকে বলে দিত তাহলে আরাম-আয়েশ সবকিছু শেষ হয়ে যেত। (শরহুস সুদূও, পৃ: ৩৩)

کاشکے نہ دنیا میں پیدا ہوا ہوتا　　قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا ہوتا

جاں کنی کی تکلیفیں ذبح سے ہیں بڑھ کر کاش!　　مرغ بن کے طیبہ میں ذبح ہو گیا ہوتا

آہ! کثرتِ عِصیاں ہائے! خوف دوزخ کا   کاش! میں نہ دنیا کا اِک بَشَر بنا ہوتا
شور اُٹھا یہ مَحشَر میں خُلد میں گیا عطّار   گر نہ وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا

কাশ কেহ না দুনিয়া মেঁ পয়দা মেঁ হুয়া হোতা
কবর-ও-হশর কা হার গম খতম হো গেয়া হোতা
জাঁ কনি কি তাকলিফেঁ যবহ সে হ্যায় বড়হ কর কাশ্!
মুর্গ বন কে তায়্যিবা মেঁ যবহ হো গেয়া হোতা
আহ্! কসরতে ইসিয়াঁ হায়ে! খওফ দোযখ কা
কাশ্! মেঁ না দুনিয়া কা ইক বশর বনা হোতা
শোর উঠা ইয়ে মেহশর মেঁ খুলদ মেঁ গেয়া আত্তার
গার না ওহ্ বাচাতে তো নার মেঁ গেয়া হোতা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ১৫৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❁❁❁ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

নেয়ামতের হিসাব প্রসঙ্গে প্রিয় নবী ﷺ এর ৯টি বাণী

নশ্বর স্বাদ থেকে নিজেকে রক্ষা করার স্পৃহা পেতে এবং দুনিয়াবী নেয়ামতের কারণে আখিরাতে হওয়া হিসাবের ব্যাপারে নিজেকে ভীতি প্রদর্শনকারী ৯টি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: (১) যখন কিয়ামতের দিন আসবে তখন তাঁর বান্দাদের মধ্য থেকে একজন বান্দাকে ডেকে সামনে দাঁড় করাবে আর তার অবস্থান অনুযায়ী তাকে সেইভাবে প্রশ্ন করা হবে যেইভাবে তার সম্পদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। (মু'জামু আউনাত, ১/১৪০, হাদিস: ৪৪৮) (২) বান্দা যেই কদমই দেয় তার ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে যে ওই কদমটি কীজন্য দিয়েছিল? (তারিখ ইবনে আসাকির, ৬/৫৪, হাদিস: ১৪০৫) (৩) কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম বান্দাকে এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে যে, আমি

www.dawateislami.net

কি তোমার শরীর সুস্থ রাখিনি? আমি কি তোমাকে ঠান্ডা পানি দ্বারা পান করায়নি? (তুমি সেগুলোর হক আদায় করেছো নাকি করোনি?) (মুস্তাদরাক, ৫/১৯১, হাদিস: ৭২৮৫) (৪) মালিক ও কর্মচারী এবং স্বামী-স্ত্রীকে ডাকা হবে এরপর তাদের হিসাব নেওয়া হবে, এমনকি পুরুষকে বলা হবে: তুমি অমুক অমুক দিন খুবই স্বাদ নিয়ে পানি পান করেছো এবং স্বামীকে বলা হবে যে অমুক মহিলার সাথে বিবাহ করেছো তাকে বিবাহ করার আরও অনেকে আগ্রহী ছিল কিন্তু তুমি তাকে বিবাহ করতে চেয়েছো তো আমি তাদের সবাইকে বাদ দিয়ে তোমার সাথে তার বিবাহ করিয়ে দিয়েছি। (তুমি কি এই নেয়ামতের হক আদায় করেছো? (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ১০/৬৩৩, হাদিস: ১৮৩৯০) (৫) কিয়ামতের দিন মুমিনের প্রতিটি আমলের ব্যাপারে প্রশ্ন করা হবে এমনকি তাকে নিজের চোখে সুরমা লাগানোর ব্যাপারেও জিজ্ঞাসা করা হবে। (হিলইয়াতুল আউলিয়া, ১০/৩১, হাদিস: ১৪৪০৬) (৬) বান্দা যেই খুতবা পড়ে (অর্থাৎ ওয়াজ ও বয়ান করে) সেই বিষয়েও জিজ্ঞাসা করা হবে যে, এর দ্বারা তোমার উদ্দেশ্য কী ছিল? (মাওসুআ ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৭/২৯৪, হাদিস: ৫১৪) (মুবাল্লিগগণ ও বক্তাগণ চিন্তা করে দেখুন যে, বয়ানের উদ্দেশ্য নেকীর দাওয়াত দেওয়া ছিল নাকি বয়ানের প্রশংসা এবং বাহ বাহ পাওয়া আশা নাকি সুখ্যাতি কামনা আর নাকি অর্থ উপার্জন করা নিয়ত ছিল?) (৭) যেই ব্যক্তি কোন বস্তুর দিকে আহবান করবে কিয়ামতের দিন তাকে ওই দাওয়াত সহকারে দাঁড় করানো হবে, হ্যাঁ একজন লোককেও দাওয়াত দিক না কেন! (ইবনে মাজাহ, ১/১৩৭, হাদিস: ২০৮) (এই বর্ণনার মধ্যে একনিষ্ঠতার দিকে ইশারা করা হয়েছে যেমন নেকীর দাওয়াত শুধুমাত্র আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য দিয়েছিল নাকি অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল? একক প্রচেষ্টা কাউকে বোঝানো ব্যক্তিও ভেবে দেখুন) (৮) ওই সত্তার শপথ যাঁর কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! তোমাদেরকে কিয়ামতের যেই নেয়ামতের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা

www.dawateislami.net

করা হবে সেগুলো হলো শীতল ছায়া আর উন্নতমানের খেজুর এবং ঠান্ডা পানি। (তিরমিযী, ১/১৬৩, হাদিস: ২৩৭৬) (৯) কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ধনী ও গরীব আবেদন করবে হায়! দুনিয়াতে শুধুমাত্র শক্তি (অর্থাৎ এতটুকু খাবার থাকত যতটুকুতে জীবন চলে আর কিছু না) থাকত। (ইবনে মাজাহ, ৪/৪৪২, হাদিস: ৪১৪০)

নেয়ামতের হিসাব প্রসঙ্গে বুযুর্গানে দ্বীনের ৩টি বাণী

(১) হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন উমাইর رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেছেন: মাল যত বেশি হবে হিসাবও তত বেশি হবে। (আল বাদুরুস সাফিরাতু ফি উমুনিল আখিরা, ২৬৪ পৃ: , বাণী: ৭৭৪) (২) হযরত সায়্যিদুনা আবু যর رَضِیَ اللهُ عَنۡهُ বলেন: কিয়ামতের দিন এক দিরহাম ওয়ালার তুলনায় দুই দিরহাম ওয়ালার হিসাব কঠিন হবে। (আয যুহদ লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, পৃ: ২১২, হাদিস: ৭৯৭) (৩) জলিলুল কদর তাবেয়ী সায়্যিদুনা মুয়াবিয়া বিন কুররাহ رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ বলেন: কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন হিসাব হবে সুস্থ অবস্থায় জীবন কাটানো ব্যক্তির। (তারিখ ইবনে আসাকির, ৫৯/২৭১)

صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب　　بخش بے پوچھے لَجائے کو لَجانا کیا ہے

সদকা পিয়ারে কী হায় কা কেহ না লে মুঝ সে হিসাব
বখশ বে পুছে লাজায়ে কো লাজানা কিয়া হ্যা

(হাদায়িকে বখশিশ, পৃ: ১৭১)

কঠিন শব্দাবলীর অর্থ: সদকা: ওসিলা। বে পুছে: বিনা হিসাবে। লাজায়ে: লজ্জিত। লাজানা: লজ্জিত করা।

আলা হযরতের কালামের ব্যাখ্যা: আমার আক্বা আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللهِ عَلَیۡهِ এই কবিতার মধ্যে রাসূল صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করছেন: হে আল্লাহ পাক! তোমাকে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّی اللهُ عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

www.dawateislami.net

লজ্জাশীলতার ওয়াস্তা! আমাকে কিয়ামতের দিন কোন হিসাব-নিকাশ ছাড়ায় মাফ করে দিও, আমি আমার গুনাহের কারণে আগে থেকেই লজ্জিত আমার আমলের হিসাব নিয়ে আরও লজ্জিত করিও না।

اِمتحاں کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ   بے سبب بخش دے مولیٰ ترا کیا جاتا ہے

ইমতিহাঁ কে কাহা কাবিল হুঁ ম্যা পিয়ারে আল্লাহ
বে সবব বখশ দেয় মাওলা তেরা কিয়া জাতা হ্যা

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৪৩২)

صَلُّوا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللهُ عَلٰی مُحَمَّد

১২ বছর পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আখিরাতের হিসাবের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষা গ্রহণের জন্য একটি ঘটনা পেশ করছি, এটি পড়ুন আর গভীরভাবে চিন্তা করুন যেমন হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: হযরত ওমর ফারুকে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বেছাল শরীফের পর তাঁর আখেরী অবস্থার কথা জানার আমার খুব আগ্রহ ছিল। একদিন আমি স্বপ্নে একটি মহল দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: এটি কার? ফেরেশতারা বলল: "হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর।" ইতিমধ্যে হযরত সায়্যিদুনা ওমর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ ওই মহল থেকে বের হয়ে এই অবস্থায় তাশরিফ আনলেন যে, তাঁর উপর একটি চাদর ছিল মূলত যেন এখনই গোসল করেছেন। আমি আরয করলাম: مَا فَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কীরূপ আচরণ করেছেন? উত্তর দিলেন: ভালো ফয়সালা করেছেন। এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করতে লাগলেন: আমি তোমাদের থেকে আলাদা হয়েছি কতদিন হয়েছে?

www.dawateislami.net

আমি বললাম: ১২ বছর। বলতে লাগলেন: এইমাত্র হিসাব-নিকাশ শেষ করেছি। (তারিখ ইবনে আসাকির, ৪৪/৪৮৩)

আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِین بِجاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

تو بے حساب بخش کہ ہیں بے شمار جُرم　　دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہِ حِجاز کا

তু বে হিসাব বখশ কেহ হ্যা বে শুমার জুরম

দেতা হুঁ ওয়াস্তা তুঝে শাহে হিজায কা। (যওকে নাত, পৃ: ১৮)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

সূচিপত্র

দোয়ায়ে আত্তার ১
দরুদ শরীফের ফযিলত ১
খোদাভীতির তলোওয়ার দ্বারা শহীদ ২
সূরা তাকাসুরের বিষয়বস্তু ৪
যে কান্না করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে ৪
একহাজার আয়াত পড়ার সাওয়াব ৫
আদম সন্তানের সম্পদ ৬
কিয়ামতের দিন পাঁচটি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ৬
ভারী “বোঝা” এর সংজ্ঞা ৭
এক দিরহামও ছিল না ১১
আয়াতে মুবারাকার ব্যাখ্যায় তিনটি কথা ১২
দুই প্রকার নেয়ামত ও আখিরাতের প্রশ্নাবলী ১৩
আহ! উন্নতমানের খাবার ১৪
সম্পদ ভক্ষণের আগ্রহীরা লক্ষ্য করুন ১৫
সাকারাতের কষ্টের একটি ঝলক ১৫
নেয়ামতের হিসাব প্রসঙ্গে প্রিয় নবী ﷺ এর ৯টি বাণী ১৬
নেয়ামতের হিসাব প্রসঙ্গে বুযুর্গানে দ্বীনের ৩টি বাণী ১৮
১২ বছর পর্যন্ত হিসাব-নিকাশ ১৯

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা

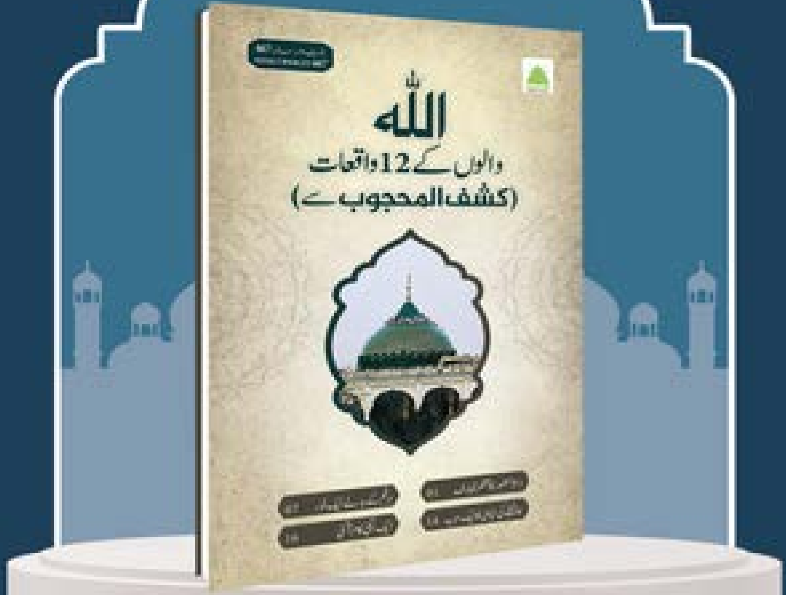

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৬৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net